বিজয়া

বিবেক আমি বিবেক । বিবেক রায় ।আমি এখন হাওড়া স্টেশনে আমার সঙ্গীদের অপেক্ষায় রয়েছি । আমাদের নাটকের দল নিয়ে চলেছি হলদিয়াতে । দলের সবাই প্রায় এসেগেছে । বাকী শুধু আমাদের নায়িকা আর আমার সহকারী এবং অভিনেতা জ্যোতি । ওরা এলেই বাকী সবাইকে নিয়ে রওনা দেব হলদিয়ার পথে -

জ্যোতি বিবেক দা

বিবেক জ্যোতি । এসেছিস । একি একা কেন !

জ্যোতি আমাদের হীরোইন খুব অসুস্থ সে আসতে পারবে না

বিবেক সে কি ! এখন উপায়

জ্যোতি পথে বিজয়া ম্যাডামের সাথে দেখা হয়েছিল । আমাদের হীরোইনের অসুস্থতার খবর শুনে সে নিজেই বলল এ সময়ে যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে ডাকতে পারি

বিবেক তা তুই কি বললি

জ্যোতি আমি আবার কি বলব

বিবেক কেন ওকে আসতে বলতে পারলি না

জ্যোতি ওকে দিয়ে ?

বিবেক হ্যাঁ । চেষ্টা করতে দোষ কি ছিল

জ্যোতি ও তো হীরোইনের রোলে কোন দিন প্রক্সিও দেয় নি

বিবেক সেটা তোর মাথা ব্যাথা না আমার ?

জ্যোতি ব্যাথাটা তোমার কিন্তু কষ্ট পাই আমরা সবাই

বিবেক চুপকর । বড় বড় বাতেলা মারতে শিখেছে । অপদার্থ কোথাকার

জ্যোতি তোমার চেলা অপদার্থ হবে এটা মান ? কই কোথায় গেলেন

(প্রবেশ করে বিজয়া)

বিজয়া নমষ্কার ।

বিবেক নমষ্কার । আপনি !

বিজয়া হ্যাঁ বীনা অনুমতিতেই চলে এলাম । অন্যায় করলাম নাকি

বিবেক আপনি । অন্যায় - এসব কি বলছেন

জ্যোতি দোষটা আমার -গুরুর বীনা অনুমতিতে -

বিবেক চুপ কর - সব সময় অভিনয় করে গেল ।কখন কখনও সিরিয়াস হ- তো

জ্যোতি (বিজয়াকে) নিন ম্যাডাম এবার নিজেকে নিজেই সামলান

বিবেক আপনি এসে যা উপকার করেছেন তা বলে বোঝান যাবে না-

বিজয়া ধন্যবাদ

বিবেক আপনি কি আমাদের সাথে যেতে পারবেন

বিজয়া আমাকে দিয়ে হবে

বিবেক নিশ্চয় হবে

বিজয়া না এতদিন হয় নি তো তাই

বিবেক লজ্জা দিচ্ছেন ? আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ -

বিজয়া উঁ-হুঁ । কৃতজ্ঞতাস্বীকার - আপনজনের সাথে শোভা পায় না

জ্যোতি গুরু তুমি হ্যাঁ বলে দাও -

বিবেক (খুশিতে) হ্যাঁ হ্যাঁ - । আপনি পারবেন -

বিজয়া আপনাকে এত খুশি হতে আগে কখনও দেখিনি

জ্যোতি দেখবেন । এর চাইতে অনেক খুশি হতে দেখবেন । ব্যাস একবার শুধু আপনি আমাদের এ যাত্রা উত্‌রে দিন

বিবেক যাত্রা তো সবে শুরু -

বিজয়া এই আশীর্বাদই আমার বাড়ির লোকে করেছে । ব্যাস এবার শুধু আপনার গাইডেনস চাই

বিবেক থ্যাঙ্কস্ । আর কোন ভাবনা নেই । ট্রেনে যেতে যেতে রিহার্সাল দিয়ে নেব । সব ঠিক হবে

বিজয়া যদি আরও ভাল হয়

জ্যোতি (মুচকি হেসে) সামলাও এবার । কাকে এনেছি দেখবে তো । আসল হীরোইন -একবার খালি একটু রগরে নেও

বিজয়া জ্যোতিবাবু - ভাষাটা প্লিজ -

জ্যোতি সরি । কান ধরলাম - আর হবে না

বিবেক এখানে বাবু -দাদা কথা ভাল লাগে না । অভিনয় করতে হলে আপন হতে হবে -নিজের পরিবার মনে করতে হবে

জ্যোতি ট্রেনের সময় হয়ে যাবে । তোমরা এগিয়ে চল । আমি লাগেজ নিয়ে আসছি

বিবেক চলুন -

বিজয়া আপনজনেরা কি আসুন- চলুন -বলে সম্বোধন করে ?

বিবেক এ্যাঁ ঃ -

বিজয়া আপনিই বলেছেন এখানে সবাই এক পরিবারের সদস্য

বিবেক ওঃ- । গুড্ জোক । -চলবে

বিজয়া আমিও সে আশায় আছি

বিবেক এ্যাঁ ঃ - হাঃ হাঃ -বেশ বলেছ -তুমি বলে ফেললাম

বিজয়া এটাইতো রিতী

বিবেক জ্যোতি কোথায় রে -

জ্যোতি এই যে এখানে । কিছু বলবে

বিবেক সব কিছু খেয়াল রাখিস

জ্যোতি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে সবাই নিজ নিজ মালের দ্বায়ীত্ব বহন কর ।

(ট্রেন চলেছে দুরন্ত গতীতে । সবাই নিজ নিজ কাজে মত্ত)

বিজয়া চলুন আমরা রিহার্সাল শুরু করি

বিবেক নিশ্চয়ই (নেপথ্যে ট্রেন চলার আওয়াজ শোনা যায় /ভাটিয়ালি সুরের বাঁশী বাজতে শোনা যায়)

জ্যোতি যাক এ যাত্রা ভালই কাটল কি বল বিবেক দা

বিবেক হ্যাঁ

জ্যোতি কেমন লাগল আমাদের নতুন নায়িকার অভিনয়

বিবেক মেয়েটা বেশ ভাল অভিনয় করে

জ্যোতি তোমার কাছে যে তালিম নেবে সে তো ভাল করবেই

বিবেক মেয়েটার মধ্যে অভিনয়ের দক্ষতা আছে - ওকে দিয়ে হবে

বিজয়া আসতে পারি

বিবেক কে বিজয়া - এস এস

বিজয়া আমার অভিনয় আপনদের কেমন লাগল

জ্যোতি মার্বেলাস -। আমি খুব খুশি

বিবেক চুপ করবি

জ্যোতি আমি একটু আসছি

বিবেক আয়

বিজয়া বিবেকদা আমার অভিনয় আপনার কেমন লাগল বললেন না তো -

বিবেক আজ আমি খুব খুশি ।আমি তোমার অভিনয়ে উধু খুশি নয় - মুগদ্ধ হয়েছি

বিজয়া সবই তো আপনার অবদান

বিবেক নিজের প্রতিভারও প্রয়োজন, যেটা তোমার মধ্যে আছে । আজ আমার ভুল ভেঙ্গেগেছে

বিজয়া আমি আপনাকে একটু প্রণাম করতে পারি

বিবেক প্রণাম ! কেন

বিজয়া আমার মন চাইল তাই । আজ আমার জীবনের একটা লড়াই স্বার্থক হয়েছে । আমি জয়ী
(বিজয়া প্রণাম করতে উদ্দ্যত)

বিবেক আরে আরে একি করছ । প্রণাম তো গুরুজনদের করে, আমি তো তোমার গুরুজন নই । আমি তোমার বন্ধু তুল্য

বিজয়া তাহলে আলিঙ্গন করি

বিবেক সে কি ! আলিঙ্গন !- লোকে কি ভাববে -!

বিজয়া এটা মনের বাসনা- কামনা নয় - এতে লাজ-সরম কিসের । আর তাছাড়া গুরু-শিষ্যকে আলিঙ্গন করে না বুঝি

বিবেক তুমিতো শিষ্যা

বিজয়া আমি জানিনা । আমি আলিঙ্গন করব - এই নিন করুন এবার কি করবেন

বিবেক বিজয়া ছাড় - ছাড়

বিজয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে

বিবেক একটা পুরুষের সাথে আলিঙ্গন করাটা তোমার মনস্কামনা ?

বিজয়া ছিঃ । একি বলছেন । আপনি আমার গুরু । গুরুর আসনে বসিয়েছি আপনাকে আর আপনি

বিবেক ওঃ । -তাহলে আমার কি করা উচিৎ

বিজয়া বন্ধুর মত ব্যাবহার করা উচিৎ

বিবেক তাহলে তুমি আর আপনি বলতে পারবে না

বিজয়া এ্যা ঃ । এতে আপনি আবার অন্য কিছু ভাববে না তো । মানে-তু-মি অন্যকিছু - হাঃ হাঃ (গানের সুরে) তুমি আমার বন্ধু ওগো হে গুরু - তোমারে নিয়ে রচিব গান - সুরে সুরে

বিবেক বিজয়া

বিজয়া বল -। এটা কিন্তু আমার অভিনয় নয় আমার খুশির ধারা -

বিবেক আজ থেকে তুমি হবে আমাদের ক্লাবের হীরোইন

বিজয়া ওঃ আমার কি আনন্দ । মনে হচ্ছে - মনে হচ্ছে -

বিবেক খবরদার - আর আলিঙ্গন নয়

বিজয়া ওঃ -(আহ্লাদে) তুমি - ।খুব হয়েছ । -(গানের সুরে)- তোরা যে যা বলিস ভাই আমার শোনার হরিন চাই আমার..... । -বিবেকদা- আজ আমার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে - আমি হারিয়ে যাব খুশির দেশে -এক নতুন আবেগে ভরা আবেশে জড়ান হাওয়ায় ভাসব-মোরা দুজনে এস আমার সঙ্গে । চলে এস -হাঃ হাঃ =

(বিজয়া খুশি মনে গান গাইতে গাইতে বিদায় নেয়)
(নেপথ্য থেকে ভেসে আসে খুশির সুরে যন্ত্র সংগীত । যন্ত্র সংগীতটা ফেড্ আউট হতে থাকলে বিবেকের কণ্ঠ শোনা যায়)

বিবেক এর পর সব যেন কেমন বদলে গেল । বিজয়া হল সবার প্রিয় পাত্রী । আমাদের যত নাটক অভিনিত হয় তার সব কটিতেই বিজয়া হিরোইন । অবশ্যই তার বিপরীতে আমি -এটাই ছিল মেয়েটার আব্দার । সব মেনে নিয়েছিলাম শুধু ওর অভিনয়ের খতিরে । এরপর একদিন আমাদের এক বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়ি কৃষ্ণনগর থেকে নাটক করার আমন্ত্রন পেয়ে ছুটে যাই সেখানে। সেখানে নাটক মঞ্চস্থ হবার পরের দিনও আমরা থেকে যাই । সবাই খুশিতে মেতে ছিল । আমি একা ঘরে বসে আগামী নাটকের কথা ভাবছিলাম হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে আসে জ্যোতি । ওকে দেখে মনে হল ও খুব বিব্রত তাই আমি তাকে প্রশ্ন করি -

বিবেক কিরে জ্যোতি তোকে এমন বিব্রত লাগছে কেন

জ্যোতি সেই কখন থেকে খুজছি তবু আমাদের হিরোইনের দেখা পাচ্ছি না

বিবেক হবে কোথায় - খোঁজ পেয়ে যাবি

জ্যোতি তুমিতো ওর দোষ দেখতেই পার না

বিবেক আরে পাগল - যে সবার দোষকে নেয় আপন করে তাকে আর দোষি বানাই কেমন করে

জ্যোতি আজকাল বেশ হেয়ালি কর দেখছি

বিবেক কি বললি

জ্যোতি হেয়ালি - হেয়ালি করছ

বিবেক এই এখান থেকে যা - যা -। সব বুঝেগেছে -

জ্যোতি আর বুঝতে চাই না - । (চিৎকার করে) -বিজয়া ম্যাডাম

(প্রবেশ করে বিজয়া)

বিজয়া চিৎকার করার কি হল । আমি তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে

(প্রবেশ করে বিজয়া)

জ্যোতি কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি

বিজয়া ওঃ বাবা । আমাকে শাসন করা হচ্ছে

জ্যোতি দেখেছ - আজকাল এমনি করে আমাকে খেপিয়ে তোলে

বিজয়া তুমি না ক্ষেপলেই পার

জ্যোতি আমি - (জ্যোতিকে বাঁধা দিয়ে বিবেক বলে)

বিবেক আঃ জ্যোতি । বিজয়া কোথায় গিয়েছিলি

বিজয়া বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম

জ্যোতি (বিকৃত করে) বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম

বিজয়া হ্যাঁ - বাচ্চাদের সাথে গুলি খেলছিলাম

জ্যোতি গুলি ! -এটা কি খেলা হল -

বিজয়া বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের খেলা খেলব না তো কি করব । -শহরে তো আছে শুধু শাসন নেই কোন উল্লাসের -উত্তেজনা প্রকাশের সুযোগ । তাই একটু মন চাইল -

বিবেক জ্যোতি তুই যা । বিজয়া বোস এখন আগামী সো নিয়ে আলোচনা করা যাক

জ্যোতি আমি চল্লাম

(জ্যোতির প্রস্থান । বিজয়া বিবেকের দিকে চেয়ে থাকে)

বিবেক কিরে কি দেখছিস

বিজয়া দেখছি তুমি রেগে গেলে তোমায় কেমন লাগে

বিবেক রাগ ? রাগ করব কেন

বিজয়া সেটাইতো আমার প্রশ্ন রাগ করনা কেন

বিবেক কি হবে রাগ করে । রাগ- মন মালিন্য এ সব তো তুচ্ছ। মানুষের জীবনটাই যখন ক্ষণিকের তখন আসল জীবনকে উপপভোগ না করে তুচ্ছ বিষয়ে নিজেকে বিব্রত করে কি লাভ

বিবেক বিজয়া -

বিজয়া হুঁ -

বিবেক চুপ করে গেলি যে

বিজয়া এমন ফিলোঝফারের মত উত্তর দিলে আর কি প্রশ্ন করি বলো ?

বিবেক ও ঃ হো ঃ হোঃ -

বিজয়া আচ্ছাঃ । এমন করে কি আমরা হাসি খেলায় কাটিয়ে দিতে পারি না

বিবেক কেন পারি না । জীবনটাতো রংগীন একে যেমন করে সাজাবি তেমনই সাজবে

বিজয়া আমি আমাদের কথা বলছি - যেখানে থাকবে শুধু তুমি আর আমি

বিবেক তোর কথার অর্থটা বুঝলাম না

বিজয়া আরে বাবা । এটাতো আমাদের আগামী নাটকের একটা ডায়লগ

বিবেক ওঃ- তাইতো । সেই ভাল চল শুরু করা যাক

বিজয়া হে প্রাণনাথ - যখনই শুনি তোমার বাঁশি , হয়ে যাই উতলা , পারিনাকো থাকিতে একেলা । তোমার বাঁশির দংশনে হয়ে বিক্ষত , মন মোর করিছে বিহরন -শুধু খোঁজে তোমারে -তবু যে নাহি পায় তোমার দরশন । হে নাথ কোথা তুমি - নাথ-

বিবেক রাধে আমি আছি সদা তোমারই তরে - পাবে মোরে এই লীলার সাগরে । আবেগে আবেশে খেলিছে খেলা । সবই যে শুধু তোমারই তরে-

বিজয়া তবে এস মোর মনের আঙ্গীনায় , লহ মোরে তোমার বাহুডোরে - আমি আবেগে আবেশে মুদ্রিত নয়নে দেখিব তব লীলা এই ভব-সাগরে ডুবিয়া - ডুবিয়া

বিবেক রাধে - মুদিলে নয়ন দেখিবে কেমনে আমারে - আমি যে তোমার প্রেমে পাগলহারা -নাহি আছে আর কোন দিশা । যাই তবে আজ। আবার হবে দেখা -

বিজয়া নাথ - নাথ - যেওনা - যেওনা

বিবেক বঃ ।এই তো - সুন্দর হচ্ছে এমনি করে আবেগে ডুবে যা-

বিজয়া ডুবে গেলে বাঁচাবে তো

বিবেক ওঃ -আবার শুরু হল ছেলেমানুষি

বিজয়া যা তোমার কাছে ছেলেমানুষি তা আমার আত্মার আহ্বান

বিবেক নিজেকে এমন ভাবে দূর্বল করে কি লাভ

বিজয়া লাভ লোখসান দিয়ে কি অন্তরের আহ্বানের বিচার হয় -?

বিবেক চল । আবার শুরু কর ওই দৃশ্যটা

বিজয়া আমার কথার উত্তর দিলে না । আমি কি তোমাকে কি ভালবাসতে পারিনা । বলো । তুমি পার না কি শুনতে তোমার নিজের অন্তরের অন্তরস্থলের আহ্বানকে । শুনতে কি পাওনা আর এক অন্তরের না বলা কথা । ...তুমি নীরব ! তবেকি তোমার নীরবতাই আমার প্রশ্নের উত্তর । তবে কি আমি পেয়েছি কি তোমার মনের আহ্বান -বল বল -

(বিজয়া আবেগে বিবেকের দুহাত ধরে)

বিবেক একি হাত ছাড়

বিজয়া কেন ভীরুর মত পালিয়ে যাচ্ছ -

বিবেক আমার হাত ছাড় -আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে

বিজয়া সেই চঞ্চল আবেগে আমি হারিয়ে যেতে চাই

বিবেক আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি

বিজয়া সে উন্মাদনায় আমার উন্মাদকে মিলিয়ে দিতে চাই -

বিবেক আমাকে মুক্তি দে

বিজয়া আপন করে নিয়ে আমায় কর মুক্ত

(নেপথ্য থেকে জ্যোতির কণ্ঠে বিবেককে ডাকতে শোনা যায়)

জ্যোতি বিবেক দা

বিবেক কেঃ - জ্যোতি । আয় -

জ্যোতি কিরে বিজয়া আমি এলাম আর তুই চলে যাচ্ছিস ।যা বাবা উত্তরই দিল না -ম্যাডাম-

বিবেক ওকে যেতে দে জ্যোতি -

(বিজয়ার প্রস্থান)

জ্যোতি বিবেকদা বিজয়ার কি রাগ হয়েছে । .....তুমিও বুঝি

বিবেক (উত্তেজিত ভাবে) - কি - কি বুঝিস । মন থাকলেই রাগ হয় -

জ্যোতি রাগে অনুরাগও হয়

বিবেক মানে । কি বলতে চাস

জ্যোতি আচ্ছা দাদা । তুমি কি ভাব যে সব কিছু এক তরফা ঘটবে

বিবেক এ সব অবাস্তব কথা -

জ্যোতি বিজয়া ম্যাডামের মনের আবেগটা কিন্তু অবাস্তব নয়

বিবেক (উত্তেজিত ভাবে) জ্যোতি -

জ্যোতি রাগ কর কিন্তু অভিমান কোর না । প্রত্যেক নিবেদন সুন্দর হয় যদি তার প্রতিবচন হয় -

বিবেক জ্যোতি তুই এখন যা । আমাকে একটু একা থাকতে দে

জ্যোতি বেশ তাই যাচ্ছি । ..তবে তোমার মনের উত্তেজনা -তোমার মনের বিড়ম্বনার প্রকাশ এটা মনে রেখ। চললাম -

(জ্যোতির প্রস্থান)

বিবেক তবে কি আমি সত্যি মনের বিড়ম্বনায় ভুগছি । আমি কি বিজয়ার প্রতি অন্যায় করে চলেছি -বিজয়ার ভালবাসার নিবেদনকে আমিতো প্রত্যাখান করিনি । কিন্তু ...। ও ঃ কি যে করি ।... বেশ তবে তাই হোক -বিজয়া ..বিজয়া

(প্রবেশ করে বিজয়া)

বিজয়া আমি তো তোমার কাছেই আছি

বিবেক ওঃ তুমি ! এসেছ !

বিজয়া একি তুমি এত ঘামাছ কেন

বিবেক জানি না । বিজয়া আমি - আমি যেন এক অদ্ভুৎ উত্তেজনায় দগ্ধ ।আমি যে দিশাহারা - (বিবেক বিজয়ার হাত ধরে) - বিজয়া !

বিজয়া যে হাত তুমি সরিয়ে দিয়েছিলে সেই হাতকে তুমি নিজেই ধরলে -একি সত্য বিবেক দা

বিবেক হ্যাঁ বিজয়া যে হাতকে আমি সরিয়ে দিয়েছিলাম । আজ সেই হাত আমি ধরলাম । আমার মনকে আমি ফাঁকি দিতে পারলাম না রে -

বিজয়া বিবেকদা ঃ-
বিবেক বল বিজয়া -
বিজয়া এমনি করেই চলুক আমাদের নতুন পথ
বিবেক এমনি করেই বয়ে যাক আমাদের নতুন জীবন ধারা
বিবেক+বিজয়া - (একত্রে হাসে) হাঃ হাঃ -

(নেপথ্যে খুশির গান ভেসে আসে) গানটা একটু ফেড হতে থাকলে গাড়ি চলার আওয়াজ শোনা যায়)

জ্যোতি বিবেক দা -আমাদের গাড়ি কৃষ্ণননগর থেকে ছেড়ে প্রায় ঘন্টা দুইএক হল চলে এসেছে
বিবেক হ্যাঁ । আমরা প্রায় নৈহাটির কাছে পৌছেগেছি । সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে
জ্যোতি আমরা কিন্তু নৈহাটির গঙ্গার ধারের দূর্গা মায়ের অভিনব বিসর্জন দেখব - তারপর যাব
বিবেক সে কিরে । এতে অনেক দেরী হয়ে যাবে -
জ্যোতি একদিন না হয় একটু দেরী হবে - কি বল বিজয়া ম্যাডাম
বিজয়া জ্যোতি আমি তোমার দলে । এ সুযোগ কি ছাড়া যায় -
বিবেক বেশ - তবে একটা শর্ত আছে - এখানে বেশী সময় দেওয়া যাবে না
জ্যোতি ওকে । বিজয়া ম্যাডাম চল-
বিজয়া ওমা এতো বালি !
জ্যোতি গঙ্গার ধারে বালি হবে না তো কি মার্বেল বসান হবে -। বালি দেখে আঁতকে উঠলেন
বিজয়া মেয়েদের ব্যাপার তুমি বুঝবে না
বিবেক তোরা কেউ বেশী দূরে যাবি না
জ্যোতি দেখো দেখো বড় বড় গাড়ি থেকে দূর্গা মায়ের প্রতিমাগুলো নামিয়ে কেমন সারি সারি রাখছে
বিজয়া ওমাঃ কি দারুন লাগছে । চল চল - কাছে গিয়ে দেখি -
জ্যোতি এস ম্যাডাম
বিজয়া জ্যোতি দাঁড়াও আমাকে সাথে নিয়ে চল -
জ্যোতি এইতো আমি । চলে এস । বাবাঃ -আকেবারে হরিণের গতীতে এগিয়ে চলেছে । ম্যাডাম - বেশী দূরে যেও না
বিজয়া আমি - মা দূর্গার কাছে যাচ্ছি - তুমিও এস জ্যোতি -
জ্যোতি আসছি - ব্যাস আর আগে যেও না
বিজয়া দেখো দেখো সব মা দূর্গারা কেমন করুণ নয়নে চেয়ে বিদায় হাসি হাসছে -। সে হাসীর অন্তরালে রয়েছে - মায়ের আশীষ - সবার তরে - সবার শূভ কামনায় ভরা । শুনতে পাচ্ছ কি তোমরা ! বিবেক তুমিও এস - আমরা হারিয়ে যাই এই বালুকাবেলার অনন্তে - হাঃ হাঃ-
বিবেক বেশ লাগছে এই পরিবেশ । আলোয় সজ্জিত -সারি সারি সাজান প্রতিমা গুলো । তার সামনে বাজিয়ে ঢাক-কাঁসর করছে মাতামাতি । আবার কোথায়ও ধুনোচি নাচের আরতির বাহার লেগেছে-। বেশ লাগছে । কিন্তু ভিরের মধ্যে ওদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না । অনেক দেরী হয়ে গেল ওরা এখনও ফিরল না
জ্যোতি (আর্তনাদ) বিবেক দা -
বিবেক এতো জ্যোতির আওয়াজ ! কোথায় - কোথায় সে -
জ্যোতি বিবেকদা -

বিবেক এই যে জ্যোতি কি হয়েছে এমন হাপাচ্ছিস কেন ?

জ্যোতি বিবেকদা - বিজয়া ম্যাডামকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

বিবেক সে কি !

জ্যোতি তুমি তাড়াতাড়ি চলো

বিবেক একি - প্রতিমাটা যে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে -

জ্যোতি বিবেকদা সরে যাও - প্রতিমাটা পড়ে যাচ্ছে -

বিবেক জ্যোতি !

জ্যোতি গেল গেল -দূর্গা প্রতিমা পড়ে গেল !

বিবেক (আর্তনাদ করে) জ্যো-তি - চল তো দেখি

জ্যোতি আমি আসছি ।(দ্রুত পৌছে যায়) এই যে একটু সরুন না । আমাকে একটু যেতে দিন -বিবেকদা একি তুমি অমন করছ কেন !

বিবেক চেয়ে দেখ - কি সর্বনাশ হয়েছে -

জ্যোতি ও মাই গড ঃ- -

বিবেক মা দূর্গা আমার বিজয়াকে নিয়ে গেছে রে । দেখ দেখ মায়ের ত্রিসুলটা মা নিজেই বিজয়ার বুকে রেখে নিজে শান্তির নিদ্রায় মগ্ন । বেইমান - নিজের বোঝা লাঘব করতে তুই আমার বিজয়াকে নিয়ে গেলি

জোতি বিবেকদা - বিবেকদা একটু শান্ত হও

বিবেক শান্ত হব । কি কারণে ? আমার বিজয়াকে নিয়েছে বলে ।(বিকৃত সুরে) মা-দূর্গা-। জননী মা দূর্গা- নিজের মহিমা দেখিয়ে বহাবা নিচ্ছে ? একজনের খুশি কেড়ে নিয়ে কি শুখ পেলে ? বল তুমি কি শুখ পেলে -

জ্যোতি দাদা । তুমি একটু শক্ত হও

বিবেক কেন আর কারও প্রাণ নেবে নাকি । নাও মা নাও- আমি প্রস্তুত । প্রতি হিংসা নয়, উন্মাদনা নয় আমি খুশিতে কবুল করব তোমার দেওয়া প্রতিদানকে । ব্যাস আমাকেও তুমি আমার বিজয়ার কাছে পৌছে দাও - আমায় পৌছে দাও -(কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

জ্যোতি দাদা -পুলিশ এসেছে -ওদের কাজ করতে দাও

বিবেক না । আমি দেব না আমার বিজয়াকে নিতে । আমার বিজয়া শুধু আমার - ---

জ্যোতি বঁধা দিয়ে কি লাভ - আজ বিজয়া দশমী -

বিবেক হ্যাঁ বিজয়া দশমী - । সবার বিজয়া বারবার আসবে কিন্তু আমার বিজয়া ! সে আর আসবে না -আমার বিজয়া আর আসবে না

জ্যোতি দাদা -

(দুজনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ।)

(নেপথ্য থেকে ভেসে গান (রবীন্দ্র সংগীত)-

‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু ,
বিরহদহন লাগে তবুও শান্তি তবুও আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে - ’

****

বিজয়া

চরিত্রলিপী

১)	বিবেক	–	মধ্য বয়সী যুবক
২)	জ্যোতি	–	যুবক
		এবং	
	বিজয়া		অভিনেত্রী

বিজয়া

মৃণাল দত্ত